জাতিবৃত্তান্ত

"প্রমাণাধীনবস্তুসিদ্ধিঃ।" বেদান্তের এই সূত্র হইতে জানা যায় যে যাহা প্রমাণসিদ্ধ তাহা সত্য, কিন্তু প্রমাণশূন্য হইলে তাহা মিথ্যা হয়। এই .ক মূলস্বরূপ করিয়া জাতি যে মিথ্যা তাহা ...স্ত করিতে মনস্থ করি; কেননা জাতি ...ল প্রমাণশূন্য নয়, কিন্তু যুক্তিবিরুদ্ধও বটে, ও ...ন্য দেশীয় লোকদিগের ব্যবহারের বিপরীত, হিন্দুদিগের দেবতাঋষিপ্রণীত শাস্ত্রাদিরও ...ীত, আর ঈশ্বরদত্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধ, ও ...য়রাদি নানা দোষের মূল কারণ। এই স... ব্যক্ত করিয়া পাঠকদিগের জ্ঞানে ... এই গ্রন্থে লিখিত হইতেছে।

... 1853. [2]

জাতি যুক্তি বিরুদ্ধ।

জাতি যুক্তির বিরুদ্ধ বটে, কেননা যেখানে ভিন্ন২ হইয়াছে সেখানে তাহার মূলও ভিন্ন২ হইবেক; কিন্তু সকল মনুষ্য এক মূল উৎপন্ন হওয়াতে সকলেই কেবল এক জাতি কতক লোক বলে বটে, যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র এই চারি বর্ণ ব্রহ্মার ভিন্ন২ চারি অঙ্গ হইয়াছিল; কিন্তু এ বড় অপ্রমাণ কথা। যদি সত্য হয়, তবে জাতিভেদ কি প্রকারে হই হেতুক মূল এক হইলে ফল চারি প্রকার ন এক প্রকারই হয়? ইহার প্রমাণ ডুম্বুর ও কাঁ বৃক্ষাদিতে দেখ। ইহাদের নানা স্থানে ফল অর্থাৎ কতক শাখায় ও কতক গুঁড়িতে ও ক মূলে; তথাপি সেই সকল ফলের মধ্যে, এ আ কদলী, এ নারিকেল ইহা বলিতে কাহারও নাই; তদ্রূপ এ ব্রাহ্মণ, সে ক্ষত্রিয়, এ শূদ্র এমন কথা কাহারো কহা উচিত দি ব্রহ্মার চারি সন্তান হইল, ত ই এক ব্যক্তিহইতে উৎপন্ন হ র্থাৎ পিতার জাতি হইল।

কোন্ জাতি? কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র তাহা বলিতে আজ্ঞা হয়। যদি ইহার নির্ণয় করিতে না পার, তবে তাহার সন্তানদিগের জাতি কেমন করিয়া নিশ্চয় করিবা?

আর ব্রহ্মার উত্তম অধম অঙ্গহইতে চারি বর্ণ উৎপন্ন হওয়াতে পাদহইতে জাত যে শূদ্র সে অধম জাতি, ইহাই বা কি রূপে বলিতে পাব? কেননা পুরাণাদি শাস্ত্রে লিখিয়াছেন ব্রহ্মার পাদাঙ্গুলিহইতে অতিশ্রেষ্ঠ মুনি যে দক্ষপ্রজাপতি তাহার জন্ম হইল, তবে কি সেই প্রযুক্ত তাহাকে নীচ ও অধম বলিবা? আর তোমরা বলিয়া থাক, গঙ্গা বিষ্ণুপাদহইতে জন্মিলেন; ভাল! সেই জন্যে কি তিনি নীচ ও ইতর হইবেন, ও তাঁহাকে স্পর্শ করিলে অশুচি হইলাম বলিয়া কি স্নান করিয়া থাক? পাদহইতে জাত হইলেই যদি শূদ্র হয়, তবে তোমার কথার প্রমাণেই দক্ষপ্রজাপতিকে শূদ্র, ও যাহাকে গঙ্গা দেবী ও পতিতপাবনী বল তাঁহাকে শূদ্রাণী অবশ্য বলিতে হয়, ইহার অন্যথা করা যায় না।

অপর তোমার কথানুসারে ব্রহ্মার চারি অঙ্গহইতে জাত হওয়াতে চারি বর্ণের পুরুষ হইল।

ইহাতে আমার জিজ্ঞাসা এই যে সে চারি বর্ণের আদি স্ত্রীলোকেরা কোথাহইতে জন্মিল? যদি বল আদি স্ত্রীলোকেরাও ব্রহ্মার সেই চারি অঙ্গহইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তবে ইহার উত্তর এই যে তাহার কোন প্রমাণ শাস্ত্রে পাওয়া যায় নাই। যদি বল চারি বর্ণের উৎপত্তিস্থান ভিন্ন অন্য স্থানহইতে জন্ম হইল, তবে তাহাদের সন্তানেরা ঐই চারি বর্ণহইতে ভিন্ন হইল, যেহেতুক শাস্ত্রেতে লেখা আছে। যথা, "কুলঞ্চ কামিনীমূলং।" অর্থাৎ কুলের মূল হইয়াছে কামিনী কিনা স্ত্রীজাতি। ইহাতে জানা যায় যে আদি স্ত্রীলোকের জাতি নিশ্চয় না হওয়াতেই, আমি অমুক জাতি কি অমুক জাতি ইহা বলা অনুচিত।

অপর তোমরা জাতির বিষয়ে যে শাস্ত্র প্রমাণ দিতেছ সেই শাস্ত্রে চারি জাতি মাত্র লিখিত আছে; কিন্তু এক্ষণে যে কায়স্থ, বৈদ্য, তেলি, তামলি ইত্যাদি অসংখ্য জাতি দেখা যাইতেছে তাহারা কোথাহইতে হইল? সুতরাং ভিন্ন২ জাতীয় পিতামাতাহইতে হইল স্বীকার করিতে হইবেক; তাহাতে উক্ত জাতিসঙ্করের জাতি কি রূপে সম্ভব হয়? আরো বলি, শাস্ত্রে যে চারি

জাতির কথা লিখিয়াছেন সেই চারি জাতির মধ্যেও অসংখ্য প্রভেদ দেখা যাইতেছে। যথা, ব্রাহ্মণের মধ্যে রাঢ়িশ্রেণী, বারেন্দ্রশ্রেণী, বৈদিক, দেবল, বর্ণ ব্রাহ্মণ ইত্যাদি নানা গোষ্ঠী আছে। তদ্রূপ ক্ষত্রিয়দের মধ্যেও গজপতি, নরপতি, ছত্রপতি, অশ্বপতি, গঙ্গাবংশ, সূর্য্যবংশ, উরতবংশ, কেশরি-বংশ ইত্যাদি, এইরূপে চারি বর্ণেতে অশেষ গোষ্ঠী আছে; সে সকলের পরস্পর আহার ব্যবহারাদি না থাকাতে অবশ্য ভিন্ন২ জাতি মানিতে হইবেক, তবে এখন জিজ্ঞাসা করি, এই অসংখ্য গোষ্ঠীর মধ্যে কোন্ গোষ্ঠীর আদিপুরুষ প্রথমতঃ জন্মিল ইহা বল দেখি?

পুনর্ব্বার। মনুষ্যদের জাতির কোন বিশেষ যদি থাকিত, তবে অবশ্য তাহার বিশেষ২ লক্ষণ দেখা যাইত; দেখ, গো, মহিষ, কুক্কুর, বানর, মৃগ, সিংহ, ব্যাঘ্রাদির বিশেষ২ অবয়ব, বর্ণ, রূপ, ধ্বনি ইত্যাদি বিশেষ লক্ষণ দেখিয়া ভিন্ন২ জাতি বলা যায়; কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদির সেরূপ বিশেষ চিহ্ন না দেখিয়া কি প্রকারে ভিন্ন২ জাতি বলিতে পারি? অপর হংস, কপোত, তোতা, কোকিল, ময়ূর ইত্যাদি পক্ষিগণের রূপ, বর্ণ, পাখা, ঠোঁট, ইত্যাদি

বিশেষ২ আছে, কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদির সেই প্রকার কোন প্রভেদ নাই। আরো বট, বকুল, পলাশ, অশোক, নাগকেশর, শিরীষ, চাঁপা ইত্যাদি বৃক্ষ সমস্ত বিশেষ২ দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ মূল, শাখা, পত্র, পুষ্প, ফল, ছাল, বীজ, রস, গন্ধ ইত্যাদি সকল ভিন্ন২; কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের আকারাদিতে তদ্রূপ প্রভেদ নাই, তাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কিছুমাত্র ভেদ নাই। আর চর্ম্ম, মাংস, নাড়ী, রক্ত, হাড়, মজ্জা, চক্ষু, নাসিকা, মুখ, দন্ত, জিহ্বা, কর্ণ, হস্ত, পদ, অঙ্গুলী, নখ, এবং গর্ব্বধারণ, জন্ম, মরণ, সুখ, দুঃখ, আশা, ভয়, রোগ, শোকাদিতে কিছুমাত্র বিশেষ নাই। অতএব বিশেষ লক্ষণ না থাকাতে প্রত্যক্ষ জানা যায় যে জাতি কল্পনা অলীক, তাহাতে যুক্তির লেশমাত্র নাই।

পরন্তু সকলে একই প্রকার নিত্যকর্ম্ম করিয়া থাকে, অর্থাৎ ভোজন পান করে, বস্ত্র পরে, শয়ন ও গমন করে, শৌচাদি ক্রিয়া ও অন্যান্য ব্যবহার একই প্রকার করিয়া থাকে। অতএব সকল বর্ণ একই প্রকার নিত্য ব্যবহার করিলে বিশেষ২ জাতি বলা কেমন অসঙ্গত কথা হয়!

আরো সকল বর্ণ যে এক প্রকার ব্যবহার করে

তাহা কেবল নয়; কিন্তু নানা সময়েতে একত্রও ভোজন করে, অর্থাৎ বার২ রহস্য স্থানে গিয়া ব্রাহ্মণাদি হাড়ি পর্য্যন্ত পরস্পর বন্ধুতা করিয়া একাসনে মদ্য, মাংস, গাঁজাদি খাইয়া থাকে এইরূপ ব্যবহার করিতে অনেক গুরুও শিক্ষা দিয়া থাকেন। এবং বৈষ্ণব, অবধূতাদিও তাহার প্রমাণ স্বরূপ হয়; কেননা তাহারা যে জাতি হউক, সকলে তাহাদের হাতে খায় ও পাদোদক অর্থাৎ তাহাদের পাধোয়া জল সকলে পান করে; কিন্তু সে বৈষ্ণব কি জাতি তাহা জিজ্ঞাসা করিতে কাহারো ক্ষমতা নাই, যেহেতুক প্রাচীন পরম্পরা একটা চলিত কথা আছে। যথা,

বৈষ্ণব দেখিয়া যে জাতি জিজ্ঞাসা করে।
তাহাহইতে নারকী ভাই নাই এসংসারে॥

পুনশ্চ। বেশ্যা, চোর, ডাকাইত, লম্পট প্রভৃতির মিলিবার স্থান যে পুরুষোত্তম, সেখানে সকল জাতীয় লোক একত্র ভোজন পান প্রকাশিতরূপে করিয়া থাকে। যদি বল, সেস্থানে ঠাকুর আছে, ইহাতে আমি জিজ্ঞাসা করি, পরমেশ্বর যিনি তিনি, সর্ব্বব্যাপী কি না? তিনি যদি সর্ব্বব্যাপক হন, তবে যে স্থানে তুমি যাও সে স্থান তাঁহার সন্নিকট

হয়; এজন্যে তোমার নিজ কথানুসারে সকল স্থানেতে একত্র ভোজনাদি করিতে পার। অতএব জাতিবিশেষ মানিবার কোন প্রয়োজন নাই।

আরো বলি, জাতি কিসে হয় ইহা জিজ্ঞাসিলে প্রকৃত উত্তর কেহ বলিতে পারে না। কেননা কেহ২ বলে জাতি শরীরসম্বন্ধীয়, আরবার কেহ২ বলে জাতি আত্মসমন্ধীয়, কেহ২ বলে জাতি জন্মানুসারে হয়, আর কেহ২ বলে ক্রিয়াহইতে হয়, কিন্তু বিবেচনা করিতে গেলে ঐ সকলের মধ্যে জাতি কোন কিসে হইতেও হয় না। যদি শরীরসম্বন্ধীয় হয়, তবে দেহহইতে আত্মার অন্তর হইলে শরীর থাকাতে অবশ্য জাতি থাকিবে। এমন হইলে মৃত দেহকে স্পর্শ করিলে অশুদ্ধ হও কিম্বা যে ঘরে মরে তাহা অশুদ্ধ জ্ঞান করিয়া গোময় লেপন পূর্ব্বক ছড়া ঝাটি দিয়া তাহা শুদ্ধ করিতেছ কেন? আরবার জাতি যদি শরীরসম্বন্ধীয় হয়, তবে জাতিধ্বংস দোষ তোমাতে বর্ত্তে; কেননা যে শরীরেতে জাতি আছে এমন শরীরকে তুমি দাহ করিতেছ। হায়২! তোমার এই জাতি ধ্বংস দোষ কেমন করিয়া খণ্ডন হইবে? তুমি বুঝি দাহের পূর্ব্বে সেই মৃত দেহহইতে জাতি বাহির করিয়া লইয়াছ! ভাল, এই

সকল প্রমাণেতে জানা যায় যে জাতি শরীরসম্বন্ধীয় নয়। যদি আত্মসম্বন্ধীয় হয়, তবে কুলের কথা কেন বল? যেহেতুক কুল কেবল শরীরসম্বন্ধীয়, আত্মসম্বন্ধীয় নয়। পুনশ্চ যদি আত্মসম্বন্ধীয় হয়, তবে জাতি অমর, যেহেতুক আত্মা অমর। এমন হইলে অমুক লোক জাতিভ্রষ্ট হইয়াছে ইহা কি রূপে কহিতে পার? যদি জাতি আত্মসম্বন্ধীয় হয়, তবে আত্মার সঙ্গে চলিয়া পরলোকেতে যায়; ইহা তো কোন ক্রমে হইতে পারে না; যদি তাহাই বল, তবে প্রেত ক্রিয়াদি সাঙ্গ করিবার সময়ে কি হেতু শত বার স্নান করিতে শাস্ত্রেতে বিধি দেন? ইহাতে স্পষ্ট দেখা যায়, যে জাতি আত্মসম্বন্ধীয় নয়। যদি জন্মহইতে হয় বল, তবে জাতির কোন বিশেষ নাই। যেহেতুক তোমরা কহিতেছ, যে এক জনহইতেই সকলে জন্মিয়াছে। পুনর্ব্বার জন্মহইতে যদি হয়, তবে জাতি ভ্রষ্ট হইল এমন কথা কেমন করিয়া কহিতে পার? কেননা জন্মদ্বারা যাহা হইয়াছে তাহাই চূড়ান্ত, জন্মানন্তর তাহার পরিবর্ত্তন কিম্বা ভ্রষ্ট হওন অসাধ্য। যেমন জন্মহইতে যে দ্বিপদ তাহাকে চতুষ্পাদ করিতে কেহ পারে না। আর জাতি যদি জন্মহইতে হয়, তবে তাহা পাইবার নিমিত্তে

ব্রাহ্মণেরা দশ কর্ম্ম কেন করে? যেহেতুক লেখা আছে। যথা,

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ
কর্ম্মণা জায়তে দ্বিজঃ ইত্যাদি।

এই বচন যদি সত্য হয়, তবে জাতি জন্মহইতে হইল এই কথা কেমন করিয়া বলিতে পার? যেহেতুক লেখা আছে, জন্মদ্বারা সকলি শূদ্ররূপে উৎপন্ন হইয়া, পরে কর্ম্মদ্বারাতে ব্রাহ্মণ হয়। অপর জন্মহইতে যদি হয়, তবে ব্যাস, বাল্মীকাদি মহাঋষিরা ব্রাহ্মণ জাতি কেমন করিয়া পাইলেন? যেহেতুক তাহারা সকলে শূদ্রহইতে জাত। ইহাতেই জানা যায় যে জাতি জন্মহইতে হয় না। ভাল, আর একটা কথা বিবেচনা করিতে আছে, অর্থাৎ জাতি ক্রিয়াহইতে হয় কি না? ক্রিয়াহইতে যদি জাতি হয়, তবে জাতি নাম কেমন করিয়া পাইল? কেননা জাতি শব্দ জাত অর্থাৎ জন্মহইতে হয়। যদি ক্রিয়াহইতে হয়, তবে ক্রিয়াহীন যাহারা, তাহারা অজাতি অর্থাৎ তাহাদের জাতি নাই। এমন যদি হয়, তবে এদেশেতে কাহারো জাতি মাত্র নাই, যেহেতুক ক্রিয়া পালনকারী এক জনও কুত্রাপি নাই। ইহাতে জাতি অনর্থক

গল্পের ন্যায় সমূলে নষ্ট হইল; অতএব জাতি যে নিতান্ত যুক্তির বিরুদ্ধ ইহার প্রমাণ এই সকল জানিবা।

জাতি অন্যান্য দেশীয় লোকের ব্যবহারের বিরুদ্ধ।

দেখ মনুষ্য উৎপন্ন হইবার সময়েতে যদি চারি বর্ণ ছিল, তবে অবশ্য সেই চারি বর্ণ সকল দেশীয় লোকদের মধ্যে অদ্য পর্য্যন্ত চলিত হইয়া আসিত: কেমনা স্বাভাবিক যে, তাহার লোপ কখন হয় না। ইহার উদাহরণ এই; পাক করা অন্ন ভোজন করা মনুষ্যের স্বভাব বটে, এই হেতুক কোন দেশীয় লোক অতি অসভ্য হইলেও অন্ন পাক না করিয়া খায় না। অপর দুই পায়ে চলা মনুষ্যের স্বভাব, এই জন্যে কোন দেশীয় লোক হামাগুড়ি দিয়া কিম্বা বুকে হাঁটিয়া চলে না। এবং অনেকের একত্র বাস মনুষ্যের স্বভাব, এই জন্যে সকল দেশীয় লোকেরা নগরে, গ্রামে, কিম্বা পল্লীতে একত্র হইয়া থাকে, একাকী কেহ বাস করে না। এইরূপ, অনেকানেক প্রমাণদ্বারা জানা যায় যে মূল স্বভাব সকল দেশীয়

লোকদের একই প্রকার। ইহাতে জাতি যদি মূলাবধি মনুষ্যের স্বাভাবিক হইত, তবে ঐ জাতি সকল দেশেই ব্যবহার্য্য হইত; কিন্তু এই দেশ ভিন্ন আর কোন দেশেতে জাতি শব্দ মাত্র শুনা যায় না। চীন নামে এমন এক বৃহৎ দেশ আছে সমুদয় হিন্দুস্থান তাহার অর্দ্ধেক হইবে না, এবং ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মণি, দেনমার্ক, রুষিয়া, প্রুষিয়া, আমেরিকা, পারস্য, ও তুরুক প্রভৃতি চতুর্দিকস্থিত দেশ দেখিলে এই দেশ প্রায় কণিকা মাত্র বোধ হয়। কিন্তু ঐ সকল দেশেরমধ্যে জাতির ব্যবহার মাত্র নাই। ঐ সকল দেশীয় লোকদের মধ্যে ধনী, দরিদ্র, বিদ্বান, অবিদ্বান, অনেকে আছে সত্য, কিন্তু জাতির কথাই তাহাদের মধ্যে নাই। তাহারা সুশীলতাকে প্রধান করিয়া মানে এবং তদনুসারে তাহাদের মধ্যে লোকেরা মান্য হয়। উক্ত প্রমাণ দ্বারা স্থির জানা যায় যে জাতি যদি মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ হইত তবে পৃথিবীস্থ তাবৎ দেশীয় লোকেরাই পুরুষপরম্পরায় জাতি মানিয়া আসিত, কিন্তু সেই ব্যবহার কেবল এই দেশে থাকাতেই জাতি যে অমূলক তাহা দৃঢ়রূপে নিশ্চিত হইল।

জাতি হিন্দুদিগের দেবতা ঋষি প্রণীত শাস্ত্রাদির বিরুদ্ধ।

লক্ষ্মীপুরাণেতে লেখা আছে যে জগন্নাথ ও বলরাম উভয়ে ভিক্ষা করিতে২ পদ্মাবতী নামে চণ্ডালিনীর দ্বারে গিয়া বেদধ্বনি করিয়া অন্ন প্রার্থনা করিল। তদ্বিষয়ে পুরাণে কি কহে তাহা শুন, যথা।

ব্রাহ্মণের মুখ দেখি বলয়ে বচন।
চণ্ডালের বংশে মোর হইল জনন॥
শূকরের মাংস আমি করি যে ভোজন।
জেনে শুনে অন্ন দিব বল হে কেমন॥
তাহে দুঃখী হয়্যা কহে হরি বলরাম।
অন্নদান দিয়া রাখ তুমি মোর প্রাণ॥

অপর কৃষ্ণ বিদুর শূদ্রের ঘরে ভোজন করিল এবং তদ্বিষয়ে যখন দুর্য্যোধন তাহাকে নিন্দা করিল তখন কৃষ্ণ উত্তর দিল, যথা।

ভোজনং পৃচ্ছসে রাজন্ স্বাদরং কিং ন পৃচ্ছসি।
ভোজনং গতজীর্ণঞ্চ স্বাদরশ্চাক্ষরামরঃ॥

অর্থাৎ হে রাজন্, তুমি সমাদর বিষয় জিজ্ঞাসা না করিয়া কি হেতু ভোজন বিষয় জিজ্ঞাসা করি-

তেছ? ভুক্ত দ্রব্য তো জীর্ণ হইয়া যায়, সমাদর চিরকাল থাকে।

আর রামের বিষয়ে এই মাত্র বলি যে তিনি গুহক নামে চণ্ডালের সহিত মিত্রতা করিয়া তাহার নিবাসে আতিথ্য ভাবে ভোজনাদি করিযাছিলেন, এবং শবরজাতির উচ্ছিষ্ট আম্র খাইয়াছিলেন আর যাহা উচ্ছিষ্ট ছিল না তিনি তাহা ফেলিয়া দিলেন, যেমন রামায়ণে লেখা আছে।

যে কটা আম্রেতে ছিল দন্তের আঘাত।
ভাবেতে ভোজন তাহা কৈল রঘুনাথ॥
সিন্দরীয়া আম্রফল পিছে যাহা ছিল।
অশুদ্ধ বলিযা তাহা শ্রীরাম ফেলিল॥

দেবতাদের বিষয়ে যাহা কহিলাম এই যথেষ্ট, কেননা ইহাতে জানা যায় যে তাহাদের মধ্যে জাতি নাই এবং তাহারা জাতিও মানে না, তবে তুমি জাতি অতি ভারি বিষয় বলিয়া কেন মানিতেছ?

আরো ঋষি মুনিদের মধ্যেও জাতি ছিল না, শাস্ত্রে প্রমাণ আছে, যথা। গর্দ্দভহইতে গর্গ, মণ্ডূক অর্থাৎ ভেকহইতে মাণ্ডব্য, শূয়াহইতে শুক, বেশ্যাহইতে বশিষ্ঠ, কৈবর্ত্তহইতে ব্যাস ইত্যাদি

অতি নীচ ও ইতর প্রাণিহইতে উক্ত মহা ঋষি মুনিরা জন্ম পাইয়াছিল; ভারত সাবিত্রীতে ইহার প্রমাণ লেখা আছে, যথা।

বেশ্যাগর্ভসমুৎপন্নো বশিষ্ঠশ্চ মহামুনিঃ।
দাসীগর্ভসমুৎপন্নো নারদশ্চ মহামুনিঃ॥
কৈবর্ত্তীগর্ভউৎপন্নো ব্যাসশ্চৈব মহামুনিঃ।
ক্ষত্রিয়াগর্ভউৎপন্নো বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ॥
মৃগীগর্ভসমুৎপন্ন ঋষ্যশৃঙ্গো মহামুনিঃ।
কুম্ভাচ্চৈব সমুৎপন্নো অগস্ত্যশ্চ মহামুনিঃ॥
শূদ্রীগর্ভসমুৎপন্নঃ কুশিকশ্চ মহামুনিঃ।
তপসা ব্রাহ্মণো ভূয়াৎ তস্মাৎ জাতি র্ন কারণং॥

আরো বলি এই সকল মুনিগণ জাতির বিচার না করিয়া ঘোড়া, গোরু এবং মানুষের মাংসও ভোজন করিল। ইহাদের ব্যবহার জানিয়াও তুমি যে জাতি মানিতেছ তুমি কি সেই সকল মুনিহইতেও অধিক বিজ্ঞ? অধিকন্তু জাতি মানিলে প্রাচীন পরম্পরা প্রসিদ্ধ বাক্যের অন্যথা হয়, কেননা সেই বাক্য জাতিকে তুচ্ছ করিয়া সকল মনুষ্যের প্রতি সমান দৃষ্টি করিতে আজ্ঞা দেয, যথা।

সমদর্শী সত্য ভাষা, এতে করিব নিত্য আশা।
সমদর্শী যেই নর, তার পদে মোর নমস্কার।

আরো লেখা আছে, যথা।

বিপ্র ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, পতিত চণ্ডাল বা ক্ষুদ্র।
সর্ব্বে সমান দেখ চিত্তে, শুন বলি কিছু হিতে।

পুনশ্চ। জাতি মানাতে যে কেবল প্রাচীন বাক্যের অন্যথা হয় তাহা নয়, বরং ইহাতে শাস্ত্রীয় বাক্যও লঙ্ঘন করা হয়, যথা।

নানোপাধিবশাদেব জাতিনামাশ্রমাদয়ঃ।
আত্মন্যারোপিতা স্তোয়ে রসবর্ণাদি ভেদতঃ।

অর্থাৎ নানা উপাধি বশতঃ জাতি নাম আশ্রম এই সকল হয়, কিন্তু স্বভাবতঃ কদাপি হয় না যেমন জল উপাধি বশতঃ নানা রস বর্ণাদিতে বিশেষ হয়।

পুনর্ব্বার শ্লোকে কহে যথা।

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চৈব সুযোধন।
সর্ব্বে সমাগতাঃ সিদ্ধং কিং কুলেন নরাধিপ।

অর্থাৎ হে সুযোধন! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এ সকলে তো সিদ্ধ হইল, এই হেতুক হে রাজন্ কুলের কথাতে কি প্রয়োজন?

আর এক শ্লোকে লেখে।

কুলস্যৈবোদ্গাতি নাস্তি কুলং নৈবচ ভারত।
যত্র যত্র ক্রিয়াঃ শ্রেষ্ঠা স্তত্র তত্র কুলোত্তমঃ।

অর্থাৎ হে ভারত! কুলের উৎপত্তি নাই, সুতরাং কুলের কথা মিথ্যা, বরং যেখানে ক্রিয়া শ্রেষ্ঠ সেখানেই কুল।

আরো লেখা আছে।

অনাদাবিহ সংসারে দুর্ব্বার মকরধ্বজে।
কুলঞ্চ কামিনীমূলং কা জাতিপরিকল্পনা।

অর্থাৎ এই অনাদি সংসারে কামাভিলাষ অনিবার্য্য; অতএব কুল কামিনীর অধীন হেতুক জাতি কল্পনা মিথ্যা। এই সকল কথাতে জানা যায় যে জাতির কথা হিন্দুশাস্ত্রেরও বিরুদ্ধ।

জাতি ঈশ্বরদত্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধ।

জাতি যে কেবল হিন্দু শাস্ত্রের বিরুদ্ধ এবং ভ্রমজনক ব্যবহার, তাহা নয়; কিন্তু পরমেশ্বরদত্ত বাইবেল নামক ধর্ম্মশাস্ত্রেরও বিরুদ্ধ। কেননা নর বংশের উৎপত্তির বিষয় ধর্ম্মশাস্ত্রেতে এই প্রকার লেখে।

প্রথমতঃ পরমেশ্বর আদম ও হবার অর্থাৎ এক পুরুষ ও এক স্ত্রীর সৃষ্টি করিলেন। এই দুই

জনহইতে জাত সন্তানেরা অতিশয় বৃদ্ধি পাইলে পর নানা দেশ দেশান্তরে গিয়া বাস করিল, এবং ভিন্ন২ দেশে গ্রীষ্মের অল্পতা কিম্বা অধিকতা ও ভক্ষ্যদ্রব্য এবং পরিধানাদির বিশেষ থাকা প্রযুক্ত, রঙ্গের প্রভেদ ও কিঞ্চিৎ আকারের ভিন্নতা হয় বটে; কিন্তু এই সকল বৈলক্ষণ্য কেবল বাহিরে. অন্তরে নহে, কারণ এক পিতা মাতার সন্তান হেতু সকলের মূল আসলে এক; ইহার বিষয় ধর্ম্মশাস্ত্রে লেখা আছে, যথা। "পরমেশ্বর এক রক্তহইতে তাবৎ জাতীয় মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়া তাবৎ ভূমণ্ডলে বাস করিতে দিয়া পূর্ব্বকালে তাহাদের নিরূপিত সময়ের এবং বাসসীমার নিশ্চয় করিয়াছেন" ইত্যাদি। এইপ্রকার সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের অমোঘ বাক্য থাকাতেও, জাতি ভেদ মানা যে কতবড় পাপ তাহা বিবেচনা কর, অপর তিনি পৃথিবী নিবাসি সকল মনুষ্যকে একজাতি করিয়া যে সৃষ্টি করিলেন, ইহাতে কোন কাহাকেও অবজ্ঞা করিলে ভ্রাতার দ্রোহ করা হয়। দেখ. কালসর্পেরাও পরস্পরে প্রেম করিয়া একত্র বাস করে, তবে জিজ্ঞাসা করি তুমি কি তাহাদের হইতেও অধম হইবা?

অধিকন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রে লেখা আছে "পরমেশ্বর মনুষ্যদিগের মুখাপেক্ষা না করিয়া যে কোন দেশেতে যে কোন লোক তাঁহাকে ভয় করিয়া ধর্ম্মাচরণ করে তাহাকে তিনি গ্রাহ্য করেন"। যদি জগদীশ্বরের দৃষ্টিতে সকলে সমান হয়, তবে তুমি জাতির ভেদাভেদ করাতে ঈশ্বরের কত বড় নিন্দা করিতেছ! তুমি কি পরমেশ্বর হইতেও বড়? আরো বলি, দয়ালু ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এক সময়ে উপদেশ দেওনকালে কহিলেন, যথা। "মুখেতে যাহা প্রবিষ্ট হয় তাহা উদরে পড়িয়া বাহ্য স্থানে নির্গত হয়, কিন্তু মুখহইতে যাহা২ নির্গত হয় তাহা অন্তঃকরণহইতে নির্গত হওয়াতে মনুষ্যকে অপবিত্র করে; যেহেতুক অন্তঃকরণহইতে কুচিন্তা, বধ, পরদার, বেশ্যাগমন, চুরি, মিথ্যাসাক্ষ্য, ঈশ্বরনিন্দা এ সমস্ত বাহির হয়, এবং এই সকল কর্ম্ম মনুষ্যকে অপবিত্র করে"। এই তো প্রভুর বাক্য; কিন্তু তুমি তাহার অন্যথা করিয়া বলিতেছ মনুষ্য খাদ্যাখাদ্যেতে অপবিত্র হয়, উক্ত সকল অধর্ম্ম ক্রিয়া করিলেও হয় না। হায়২, তুমি কি প্রভুহইতে অধিক জ্ঞানী? পূর্ব্বোক্ত কথাতেই নিশ্চয় জানা যায় জাতি ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধ।

জাতি অহঙ্কারাদি নানা দোষের মূল কারণ।

হে পাঠক, তুমি তো শুনিয়াছ যে পরমেশ্বর প্রথমে এক পুরুষ ও এক স্ত্রীর সৃষ্টি করিলেন। সেই স্ত্রীপুরুষহইতে তাবৎ মনুষ্যের জন্ম হইল, এই জন্যে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সকল মনুষ্যই সমান। জন্মহেতুক ছোট কি বড়, মান্য কি অমান্য, তাঁহার গোচরে কেহ নাই; অতএব ঈশ্বর তোমাহইতে আমাকে মান্য করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন এমন কথা বলা কেবল অহঙ্কারের বাক্য। এই কারণে বলি. জাতিব্যবস্থা অহঙ্কারের উৎপাদক হয়, কেননা ব্রাহ্মণেরা মূর্খ এবং কুকর্ম্মান্বিত হইয়াও গুণবন্ত ও ধার্ম্মিক শূদ্রাদিকে অতি নীচ জাতি বলিয়া তাহাদের সহিত একাসনে বাস এবং আহার ব্যবহারাদি করে না, ইহাতে অহঙ্কার অবশ্য জাতি ব্যবস্থার এক অধম ফল বলিতে হইল। তবে হে বিপ্রগণ, পরমেশ্বরের গোচরে তোমাদের সমতুল্য যে শূদ্র সকল তাহাদিগকে কেন তুচ্ছ তাচ্ছল্য কর? এবং হে শূদ্রগণ তোমরাই বা ব্রাহ্মণের নিকটে কি জন্যে নম্র হও, আর কি জন্যেই বা তাহাদিগকে দেব তুল্য

জ্ঞান করিয়া মান্য কর? তাহারা তো সামান্য মানুষমাত্র; জন্মেতে তোমাদের সহিত তাহাদের কিছুমাত্র ভেদ নাই। তবে মানুষ মাননীয় কিসে হয়? না উত্তম বিদ্যা ও গুণ ও বিবেচনা ও সদাচারদ্বারাই মাননীয় হয়, জাতিদ্বারা নয়।

জাতির আরো এক মহৎ দোষ বলি শুন। সে কি না, জাতি এই দেশের লোকদের নানা বিষয়ক বিদ্যা ও শিল্পকর্ম্মাদি শিক্ষার অত্যন্ত প্রতিবন্ধক হয়। অর্থাৎ জাতি রক্ষার নিমিত্তে পিতা পিতামহ প্রপিতামহ যে বৃত্তি করিয়া আসিয়াছে তাহাই সন্তানদিগকে চিরকাল পর্য্যন্ত করিতে হয়, ইহাতে অনিচ্ছুক ও অপটু হইলেও তাহা ত্যাগ করিয়া অন্য কোন কর্ম্ম করিতে পারে না; এইহেতু এ দেশীয় লোকেরা কোন নূতন বিষয় শিক্ষা না করিয়া যুগযুগান্তর পর্য্যন্ত হীন অবস্থাতে থাকিয়া অন্যান্য লোকদের অপেক্ষা অনেক অংশেই খাট হইয়াছে। ইহার প্রমাণ দেখ, বিলাতীয় লোকেরা জাতিরূপ শৃঙ্খলে বদ্ধ না থাকাতে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা অসভ্য হইলেও, তাহারা ক্রমে ২ বিদ্যা ও শিল্পকর্ম্মাদিদ্বারা এমত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে তাহাদের মত গুণবান ও ধনবান ও বলবান পৃথিবীর মধ্যে অন্য

কোন দেশীয় লোক নাই। ফলতঃ চীন দেশেতে যদ্রূপ লোকেরা ক্ষুদ্র বালিকাদিগের পায়ের চেটুয়া যেন না বাড়ে এই জন্যে লৌহ যন্ত্রেতে বদ্ধ করিয়া রাখে, তদ্রূপ এদেশীয় লোকেরা জাতিনামক যন্ত্রেতে নবীন বুদ্ধিকে বদ্ধ করাতে সে কোন রূপেই বৃদ্ধি পায় না।

অপর জাতি মনুষ্যের স্বাভাবিক দয়া ও প্রেমাদি নাশ করে, এবং সুখ ও প্রাণ পর্য্যন্তের ঘাতক হয়। অর্থাৎ পরোপকার করিতে এবং পরের দুঃখে দুখী হইতে পরমেশ্বর মনুষ্যকে এক স্বভাব দিয়াছেন, কিন্তু জাতিতে বিপরীত ফল হইয়া উঠে। দেখ, পথি মধ্যে কেহ পড়িয়া থাকিলে তাহাকে উঠাইবার জন্যে ভিন্ন জাতীয় লোক তাহাকে স্পর্শ কি তাহার কোন উপকার করে না। তাহার যত ক্লেশ হউক, তাহার প্রতি দয়াদৃষ্টি না করিয়া পথের অন্য পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যায়। পরন্তু বিদেশ কিম্বা তীর্থ-যাত্রা কি রোগাদি ক্লেশের সময়ে অনেকের পর-হইতে উপকারের প্রয়োজন করে; কিন্তু জাতি-প্রযুক্ত এমন উপকার কেহ করে না, অর্থাৎ বিদেশী দুঃখী লোক জ্বরাদি রোগেতে রোগী হইলেও, অন্য জাতীয় মনুষ্য তাহাকে ঘরে আনিয়া সেবা শুশ্রূষা

করে না ; ইহাতেই সে দুরবস্থাতে পড়িয়া অধিক ক্লেশ সহ্য করিয়া কখন প্রাণ ত্যাগ পর্য্যন্ত করে তাহার পর অন্য জাতীয় লোকেরা তাহাকে স্পর্শ ও তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া না করাতে মৃত পশুর ন্যায় তাহার দেহ কুক্কুর ও কাক এবং শৃগালাদির আহার হয়। হায় ২ কি দুঃখের বিষয়! কেননা যথা সময়েতে সে মনুষ্য যদি উপকার পায় তবে তাহার প্রাণ বাঁচিতে পারে, কিন্তু জাতি তাহার বাধক হওয়াতে সে মরিয়া যায়। অতএব জাতি যে প্রাণঘাতক ইহা সপ্রমাণ হইল।

আরো বলি। জাতি স্নেহের নাশকও হয়, অর্থাৎ যদি কেহ পারমার্থিক ভাবে আপনার মঙ্গল বিচার করিয়া অন্য ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া জাতি পরিত্যাগ করে, তবে তাহার প্রতি বন্ধুবান্ধব কুটুম্বেরা আর প্রেমভাব প্রকাশ না করিয়া কেবল শত্রুর ন্যায় তাহাকে জ্ঞান করে; ফলতঃ জাতি মিথ্যা ও ঈশ্বরের ব্যবস্থার বিপরীত বুঝিয়া যে জন তাহা পরিত্যাগ করিতে সাহসিক হয়, তাহার প্রিয়তম জ্ঞাতি কুটুম্বাদি তাহাকে অগ্রাহ্য করে এবং তাহাকে যে রূপ স্নেহ করিত সেরূপ না করিয়া কেবল ঘৃণা ও হিংসা করে, তাহার সঙ্গে আর আলাপ করে না

ও তাহাকে নিজালয়ে ভোজন পান ও শয়নাদি করিতে দেয় না। বরঞ্চ জাতি পরিত্যাগ করণাবধি পিতা মাতা পর্য্যন্ত আপন ঔরসজাত সন্তানকে চণ্ডালাদির ন্যায় অতি নীচ বোধ করে। হায় ২, জাতির এই সকল কুফল দেখিয়া ইহা পরমেশ্বরের স্থাপিত এমত কথা কে কহিতে পারে?

পরন্তু। জাতি সত্য ও ত্রাণদায়ক ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার প্রতিবন্ধক। হিন্দুদিগের ধর্ম্মেতে পরিত্রাণের আশা নাই, যীশু খ্রীষ্টের ধর্ম্মেতে সম্পূর্ণ পরিত্রাণ আছে ইহা অনেকে স্বীকার করে; তথাপি জাতিভ্রষ্ট হইবার ভয়ে তাহারা অনন্ত জীবনদায়ক ধর্ম্মকে অবজ্ঞা করিয়া আপনাদের অমূল্য ও অমর আত্মাকে অনন্ত জ্বলন্ত নরকানলে মগ্ন করে। হে প্রিয় মিত্র! নিবেদন করি, তোমার জাতি শ্রেষ্ঠ কি আত্মা শ্রেষ্ঠ? এ উভয়ের মধ্যে কাহাকে অধিক মূল্যবান বোধ হয়? জাতি তোমার সঙ্গে পরলোকে যাইতে পারে না; মরণান্তে জাতির কথা কেহ আর জিজ্ঞাসা করিবে না, কিন্তু তোমার আত্মা অনন্তকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়া থাকিবে। তোমার জাতি তাম্রাহইতে নীচ, কিন্তু তোমার আত্মা অতি উত্তম সুবর্ণহইতেও বহুমূল্য; এই হেতুক তুমি

আপন আত্মার উপর দয়া কর এবং তাহার রক্ষার নিমিত্তে বরং অমূলক জাতিকে জীর্ণ তৃণ জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ করে।

আরো বলি, কেবল জাতি পরিত্যাগ করিলে যে তোমার পরিত্রাণ হইবে এমন মনে করিও না। পাপ মোচনের নিমিত্তে পরমেশ্বর দয়া করিয়া যে সার উপায় প্রস্তুত করিয়াছেন তাহাই অবলম্বন করিতে হয়; সে কি না মনুষ্যদের পরিত্রাণের নিমিত্তে তিনি আপনার অদ্বিতীয় পুত্রকে স্বর্গধাম-হইতে প্রেরণ করিয়াছেন। দেখ দয়ালু ত্রাণকর্ত্তা পরমেশ্বরের আত্মজ তিনি যীশু খ্রীষ্ট নাম ধরিয়া প্রায় ২০০০ দুই হাজার বৎসর হইল এই মর্ত্য ভুবনে অবতীর্ণ হইয়া নরকুলের পাপ বিমোচনার্থ আপন প্রাণ দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। তাঁহার কৃত এই অমূল্য প্রায়শ্চিত্তেতে বিশ্বাস করিলে তোমার কোটি ২ পাপ মার্জ্জনা ও অপরাধ ক্ষয় হইতে পারে, আর তাঁহার অসীম কৃপাতে তোমার কুমতি ঘুচিলে তিনি তোমাকে সুমতি প্রদান করিয়া সৎকর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা দিবেন।

অপর, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ধর্ম্মে জাতির ভেদাভেদ নাই, বরং তিনি সকল মনুষ্যকে ভ্রাতৃভাবে পরস্পর

প্রেম করিতে বিধি দিয়াছেন। অধিকন্তু শত্রুকেও প্রেম ও সদ্ভাব করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন, যথা। "তোমরা পরস্পর প্রেম কর; আমি তোমাদিগকে যাদৃশ প্রেম করিলাম, তোমারাও পরস্পর তাদৃশ প্রেম কর, তাহাতে তোমরা যে আমার শিষ্য ইহা সকলেই জানিতে পারিবে। যে কেহ আপন ভ্রাতাকে প্রেম না করে সে মৃত্যুর আশ্রয়ে থাকে. যে কেহ আপন ভ্রাতাকে ঘৃণা করে, সে নরঘাতক হয়, এবং নরঘাতকের অন্তরে অনন্ত পরমায়ু স্থান পায় না। হে আমার প্রিয় বালকগণ. আইস, আমরা কেবল বাচনিক ও মৌখিক প্রেম না করিয়া কার্য্যেতে ও সত্যতাতে প্রেম করি। যে জন ভ্রাতাকে (অর্থাৎ অন্য মনুষ্যকে) ঘৃণা করিয়া 'আমি ঈশ্বরকে প্রেম করিতেছি' এমত কথা বলে, সে মিথ্যাবাদী; কেননা আপনার যে ভ্রাতাকে দেখে, তাহাকে যদি প্রেম না করে তবে যাঁহাকে দেখে নাই, এমন ঈশ্বরকে কি প্রকারে প্রেম করিতে পারে? যে জন ঈশ্বরকে প্রেম করে, সে আপন ভ্রাতাকেও প্রেম করুক। যাহারা আনন্দ করে, তাহাদের সহিত আনন্দ কর; যাহারা রোদন করে, তাহাদের সহিত রোদন কর, আর পরস্পর তোমাদের মনের এক

ভাব হউক; এবং উচ্চপদাকাঙ্ক্ষী না হইয়া ইতর লোকের সহিতও কোমল ব্যবহার কর। তোমা-দিগকে আরো কহিতেছি, তোমরা শত্রুদিগের প্রতিও প্রেম কর; এবং যাহারা তোমাদিগকে শাপ দেয়, তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর, ও যাহারা তোমাদিগকে ঘৃণা করে, তাহাদের মঙ্গল কর, এবং যাহারা তোমাদিগকে নিন্দা ও তাড়না করে তাহাদের নিমিত্তে প্রার্থনা কর; তাহাতে যিনি সৎ অসৎ লোকদের উপরে সূর্য্যোদয় করান, এবং ধার্ম্মিক অধার্ম্মিকগণের উপরে বৃষ্টি বর্ষাণ, এমন যে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা, তোমরা তাঁহারি সন্তান হইবা।"

উক্ত বিধ্যনুসারে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মতাবলম্বি লোকেরা জাতির বিচার না করিয়া সুশীল লোক সকলের প্রতি সমানরূপে প্রেমদৃষ্টি করে, এবং আপনাদিগকে এক পিতার অর্থাৎ ঈশ্বরের সন্তান জ্ঞান করিয়া সকলের সহিত পরস্পরে ভোজনাদি ব্যবহার করিয়া থাকে। আহাঃ দেখ, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ধর্ম্ম কেমন উত্তম ও মনোহর এবং সুফল দায়ক! তাহা গ্রহণ করিতে কি তোমার অভিলাষ হয় না?

যদি বল, জাতি পরিত্যাগ করিয়া যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস পূর্ব্বক তাঁহার ধর্ম্ম মানিলে আমার দিনপাত হইবে না এবং লোকেরা নিন্দা ও তিরস্কার করিয়া অশ্রদ্ধা করিবে, ও ব্রাহ্মণাদিরা শাপ দিবে, পিতা মাতা ঘরেতে প্রবেশ করিতে দিবে না, ও আপন স্ত্রী বালক পর্য্যন্ত সঙ্গে আসিবে না, তবে ইহার উত্তর শুন। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এই বিষয়ে যাহা কহিয়াছেন তাহাতে মনোযোগ করিলে তোমার ঐ ভয় ঘুচিবে এবং তুমি অবশ্যই মনের প্রবোধ পাইবা, যথা। "যে কোন ব্যক্তি আমার নাম প্রযুক্ত বাটী কি ভ্রাতা কি ভগিনী কি পিতা কি মাতা কি স্ত্রী কি বালক কি ভূমি পরিত্যাগ করে, সে শত গুণ পাইবে এবং অনন্ত পরমায়ুরও অধিকারী হইবে।" অতএব বলি, তোমার সর্ব্বস্ব যায়, যাউক! তোমার কোন চিন্তা নাই; কেননা এই সকল ঐহিক বিষয় কিঞ্চিৎকাল ভোগ করিয়া শেষে নরকে যাওয়া অপেক্ষা বরং সকল পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে যাওয়া ভাল। ইহাতে যদি কেহ তোমার শত্রু হয়, হউক! প্রভু তোমার মিত্র হইবেন; ও কেহ শাপ দেয়, দিউক! প্রভু তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন; ও কেহ তোমাকে মর বলে, বলুক! অনন্তজীবী পরমেশ্বর

তোমাকে বাঁচিয়া থাক বলিয়া কহিবেন; আর যদি কেহ তোমাকে ঘরহইতে দূর করিয়া দেয়, দিউক! প্রভু তোমাকে অবশ্য কোন আশ্রয় দিয়া শেষে স্বর্গে বাস করাইবেন ; তবে তোমার আর ভয় কি ?

আমার শেষ নিবেদন এই, জাতির বিষয়ে যে সকল কথা লেখা হইল তুমি তাহা ভালরূপে বিবেচনা করিয়া সৎ ধর্ম্মেতে প্রবর্ত্ত হও, ইহাতে তোমার জাতি গেলেও তুমি জগদীশ্বরের প্রিয় পাত্র হইবা, তাহাতে ইহকালে ও পরকালে তোমার মঙ্গল হইবে ইতি।

(পরস্পর প্রেম করণ)

আইস প্রেম করি মোরা সকলে
যে প্রেমেতে যীশু প্রাণ দিলেন অবহেলে।

১ মর্ত্ত্যে প্রেম বৃক্ষ মূল   জগৎ ব্যাপিয়া ডাল
স্বর্গে পাবে মহাফল   প্রত্যয় বারি দিলে।

২ প্রেমের কি কব গুণ   নির্গুণেরে দেয় গুণ
বিনাশয়ে তমোগুণ   মনে উদয় হইলে।

৩ প্রেম সাগরে দিলে ঝাঁপ   নাশিবে অশেষ তাপ
দূরে যাবে মহাপাপ   মনে বিচারিলে।

৪ প্রেমানন্দে কর গান   প্রেম সুধা কর পান
তবে পাবে পরিত্রাণ   নরক অনলে।

(সংসারের অবস্তুতা।)

জগতে কিছু নাহি আর
ও ভাই কেবল যীশুর প্রেম সার।

যে কিছু দেখি সকল ফাঁকি চক্ষু মুদিলে অন্ধকার।

১ দারা বন্ধু পুত্র আদি আপন ২ বল্যা কান্দি
মায়া জালে বন্ধ আছি তেঁই সে বলি আমার ২।

২ যে দেহেতে আত্মা রয় সেই দেহ ফেল্যা চল্যা যায়
দেখ কায়প্রাণে নাই সম্বন্ধ তবে হেথা আছে কে আর।

৩ অট্টালিকা ধন কড়ি দারা পুত্র বাগান বাড়ি
সকল রবে হেথায় পড়ি কিছুই নহে সঙ্গে নিবার।

৪ মৃত্যু নদীর পরপারে অমরপুর শোভা করে
শোক দুঃখ নাই সেথায় কেবল সুখানন্দ সার।

৫ চল সহ যাত্রি ভাই ত্বরা করি তথা যাই
অনন্ত জীবন পাব মৃত্যু নাহি হবে আর।

CALCUTTA:

PRINTED BY SUDHA RAM NYAYARATNA, SUDHARNAB PRESS, FOR
CALCUTTA CHRISTIAN TRACT AND BOOK SOCIETY.

1853.